



উপজেলা পরিক্রমা

পাকুন্দিয়া

কিশোরগঞ্জ, ৪ ফেব্রুয়ারী
(সংবাদদাতা)।— জেলার ১৩টি
উপজেলার মধ্যে অন্যতম একটি
উপজেলা পাকুন্দিয়া। এই উপজেলার
আয়তন ৬৯-৪৭ বর্গমাইল। ১০টি
ইউনিয়নে মোজা ৯৭টি, গ্রাম ১৭৪টি।
লোকসংখ্যা ১,৭৩,৪৮৪ জন। বর্তমানে
প্রায় ২ লাখ। এদের মধ্যে পুরুষ
৮৯,২০০ জন ও মহিলা ৮৪,২৮৪ জন।
কৃষি

মোট জমির পরিমাণ ৪৪,৪৬৫ একর।
আবাদী ৩২,২০০ ও অনাবাদী ১২,২৬৫
একর। আবাদযোগ্য অনাবাদী ৪০০ একর
ও খাস জমির পরিমাণ ১৮২ একর।
ধান-পাট ও রবিশস্য উপজেলার প্রধান
ফসল। সেচ সুবিধার জন্য রয়েছে গভীর
নলকূপ ৬৯টি। অগভীর ৬৮ ও পাওয়ার
পাম্প ৩০টি।

শিক্ষা

মহাবিদ্যালয় ১টি, মাধ্যমিক ১৭টি,
মাধ্যমিক, বালিকা ১টি, নিম্ন মাধ্যমিক
৬টি, সরকারী প্রাথমিক ৯১টি ও
বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ২৪টি,
মাদ্রাসা আলীয়া ৮টি, খারেজী ১টি,
হাফেজীয়া ৩টি ও ফুরকানিয়া ১৮টি।
সবগুলো বেসরকারী।

শিল্প বাণিজ্য

চিনি কল ১টি, ধান ও আটা কল ২৭টি,

তেল কল ১টি, করাত কল ৫টি,
হাট-বাজার ১৯টি, মহিলা হস্তশিল্প কেন্দ্র
১টি, সেলাই শিক্ষা কেন্দ্র ১টি। সোনালী
ব্যাংক ২টি, অগ্রণী ব্যাংক ৩টি ও কৃষি
ব্যাংক ১টি।

যোগাযোগ

উপজেলার মোট ৫৫৩ মাইল সড়ক
পথের মধ্যে মাত্র ১৪ মাইল পাকা। বহু
দিনের পুরাতন সেই পাকা রাস্তা বর্তমানে
ভেংগে গেছে। নদী পথ ২২ মাইল। শুধু
বর্ষাকালেই নৌকা চলাচল করা যায়।
পাকা সেতু ২৫টি।

জনস্বাস্থ্য

উপজেলা হাসপাতাল (স্বাস্থ্য কেন্দ্র) ১টি,
স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্র ৪টি,
পরিবার পরিকল্পনা ক্লিনিক ১টি, পরিবার
কল্যাণ কেন্দ্র ৩টি।

বিবিধ

মসজিদ ৩৭টি, মন্দির ৩টি। উপজেলা
প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন কেন্দ্র ১টি, মহিলা
সংস্থা ১টি, কর্মচারী কল্যাণ সংস্থা ১টি,
পাবলিক হল ১টি, সিনেমা হল ১টি।
মুঘল সম্রাট আকবরের বীর সেনাপতি
মানসিংহ ও বাঙ্গালী জাতির গৌরব
মুজাহিদ ঈসা খান কর্মস্থল (যুদ্ধের) ও
ঐতিহাসিক কীর্তি এগার সিদ্দুর ঈসা খান
দুর্গটি সংরক্ষণের অভাবে আজ স্থতির
আড়ালে তলিয়ে যাচ্ছে।